HIPAMS INDIA

Heritage-Sensitive Intellectual Property and Marketing Strategies

Chau Mask

ART CODE

Treating Chau Mask artists fairly:

Code of Ethics and Practical Guidelines for galleries, event organisers, museums, publishers and the media workers

চড়িদার ছৌ মুখোশ শিল্পীদের ন্যায্য অধিকার :

গ্যালারি, অনুষ্ঠান আয়োজক, মিউজিয়াম, প্রকাশক এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য, নীতিগত নিয়মাবলী ও ব্যবহারিক নির্দেশিকা

Background পটভূমি

Purulia Chau dancers, whose tradition has been inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, wear ornate masks illustrating their character. These masks are made by us, the mask-makers of Charida, at our village in Purulia, West Bengal. We make the masks by hand with clay, pieces of cloth, paper pulp, powdered ash and glue. About seventy years ago artists started adding glass beads, laces and wooden trinkets, and a decade later embellishments and glitters. Many of the masks that we make have now become large and ornate. The mask-makers in our village are believed to be descendants of craftspeople who were brought there by the King of Baghmundi about 150 years ago. Our mask-making tradition for Purulia Chau is protected by a Geographical Indication, Chau Masks of Purulia, protecting use of the name.

পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যশিল্পীদের ঐতিহ্য ইউনেস্কোর মানবজাতির ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার তালিকায় স্থান পেয়েছে। নাচের চরিত্রগুলিকে অলঙ্কৃত করার জন্য শিল্পীরা মুখোশ পরেন। এই মুখোশগুলি আমরা, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার চড়িদার মুখোশ শিল্পীরা, নিজেদের গ্রামেই তৈরি করি। মাটি, কাপড়ের টুকরো, কাগজের মণ্ড, ছাই গুঁড়ো এবং আঠা দিয়ে নিজেদের হাতেই এই মুখোশগুলি বানাই আমরা। প্রায় সত্তর বছর আগে শিল্পীরা কাঁচের পুঁতি, জড়ি এবং সলমা, চুমকি ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করেন, এবং এক দশক পর প্লাস্টিকের পুঁতির ব্যবহার শুরু হয়। জনশ্রুতি, আমাদের গ্রামের মুখোশ শিল্পীরা, বাঘমুন্ডির রাজারা প্রায় দেড়শো বছর আগে যে কারিগরদের এখানে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের বংশধর। আমাদের মুখোশ বানানোর ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে 'পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ' এই নামের ব্যবহার ভৌগোলিক চিহ্ন বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন দ্বারা সংরক্ষিত করা হয়েছে।

GI logo of Purulia Chau Mask

পুরুলিয়া ছৌ মুখোশের জিআই লোগো

Chau mask artist Lakhsman Sutradhar from Charida, Purulia

পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্পী লক্ষ্মণ সূত্রধর

Photo Courtesy- banglanatak dot com

We welcome working with others in making information about our heritage and our masks available via the media and through work done by researchers. We also like to work with festival organisers and distributors who make our work available for sale to a wide audience. This spread of information about us, our heritage and our masks help to keep our traditions alive and enables us to make a living. However, some of our masks are sold as Chau Masks of Purulia but are not made by us; sometimes the purchasers of our masks know nothing about our heritage; and some of our mask-makers do not get acknowledged or get paid fairly.

আমাদের ঐতিহ্য ও মুখোশ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন সেই গবেষক ও গণমাধ্যমের লোকেদের তথ্য সংগ্রহের প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই। নিজেদের কাজকে আরও বৃহত্তর দর্শক-ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা উৎসব আয়োজক এবং পরিবেশকদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমাদের ঐতিহ্য ও মুখোশ সম্পর্কে তথ্য অন্যরা জানলে আমাদের ঐতিহ্য বেঁচে থাকবে ও জীবিকার পথ সুগম হবে। যদিও পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ নামে কিছু মুখোশ বিক্রি হয় যা আমাদের বানানো নয়; অনেক সময় যারা এই মুখোশ কেনেন তারা আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না; আমাদের কিছু মুখোশ শিল্পী উপযুক্ত স্বীকৃতি বা দাম পান না।

In 2012, the film Barfi, set in Bengal, was released to critical acclaim. The starring actors won a number of awards. Several scenes featured actors wearing Chau masks and dancers performing Chau dances. However, neither the mask-makers nor the dancers were acknowledged in the credits of the film. More recently, The Hindu ran a story about the work that Chau mask-makers are doing to respond to the COVID-19 crisis. The piece featured a photograph of Falguni Sutradhar, an artist from Charida, Purulia, wearing an innovative mask that he had made. This is a similar photograph of Falguni wearing the mask. Sadly, the article did not mention either Falguni as the mask-maker or Charida, his village where he made the mask.

Chau mask artist Falguni Sutradhar from Charida, Purulia

Photo Courtesy- Nayan Sutradhar

পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্পী ফাল্গুনী সূত্রধর

২০১২ সালের বিখ্যাত 'বরফি' ছবির কথা। ছবির অভিনেতারা বহু পুরস্কার পেয়েছেন। ছৌ মুখোশ পরা অভিনেতা এবং ছৌ শিল্পীদের নিয়ে অনেক দৃশ্য আছে ছবিতে। যদিও ছবির ক্রেডিট কার্ডে ছৌ মুখোশ ও নৃত্যশিল্পীদের কোনো স্বীকৃতি নেই। আরও সাম্প্রতিককালে 'দ্য হিন্দু পত্রিকা'কোভিড-১৯ বিপর্যয়ের সময় ছৌ মুখোশ শিল্পীদের অবস্থা নিয়ে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে চড়িদার এক শিল্পী ফাল্গুনী সূত্রধর নিজের তৈরি একটি অন্যরকম মুখোশ পরে আছেন। সেই ছবিটি এখানে দেওয়া হল। দুঃখের বিষয় হল নিবন্ধটিতে মুখোশ শিল্পী হিসেবে ফাল্গুনী অথবা যেখানে সে মুখোশটি তৈরি করেছে তাঁর সেই গ্রাম চড়িদার নাম দেওয়া হয়নি।

To address these issues, the HIPAMS team together with the mask-maker community developed a Charida Chau mask-makers code. This Code contains a number of principles that are embedded in Indian law, such as the proper recognition of geographical indications, and a number of principles that emanate from general human rights norms, such as the right to culture. The purpose of this Code is to lay out the hopes and expectations of the members of the Charida mask-maker community in their dealings with different groups including performance organisers, the media and researchers who draw on and often profit from their masks. The Charida mask-makers code will be distributed to these stakeholders each time that the mask-makers interact with them for a particular project or event. The aim is that through this process a mutually beneficial relationship between the Charida mask-maker community and the individuals and organisations who distribute and make their masks available to others will be nurtured, helping to ensure the sustainability of the mask-making heritage into the future.

এই সমস্যা সমাধানের জন্য হিপামস টিম মুখোশ শিল্পী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে এই নিয়মাবলী বা আর্ট কোড তৈরি করেছে। এই আর্ট কোডে ভারতীয় আইনে স্বীকৃত বেশ কিছু নীতি রয়েছে যেমন ভৌগোলিক চিহ্ন বা জিআই-এর উপযুক্ত স্বীকৃতি এবং আরও কিছু নীতি যা সাধারণ মানবাধিকারের নীতি থেকে উঠে এসেছে, যেমন সংস্কৃতির অধিকার। এই আর্ট কোডের উদ্দেশ্য হল অনুষ্ঠান আয়োজক, গণমাধ্যম, গবেষক সহ অন্যান্য গোষ্ঠী, যাঁরা তাঁদের মুখোশ থেকে লাভবান হন, তাঁদের সঙ্গে ছৌ মুখোশ সম্প্রদায়ের আলোচনার সময় শিল্পীদের আশা ও আকাঙ্খার দিকটিকে ফুটিয়ে তোলা। চড়িদার মুখোশ শিল্পীরা যখন কোনো অংশীদারদের সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্প বা বিষয় নিয়ে কথা বলবেন তখন তাঁদের এই আর্ট কোড দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছৌ মুখোশ শিল্পী সম্প্রদায় এবং যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন তাঁদের মুখোশ সম্পর্কিত তথ্য অন্যদের কাছে তুলে ধরেন তাঁরা পারস্পরিকভাবে উপকৃত হবেন, ভবিষ্যতে নিশ্চিত হবে মুখোশ শিল্পের ঐতিহ্য ও সুস্থায়িত্ব।

Chau Mask Art Code

The Charida Chau mask-makers of Purulia are well-known in India and abroad for the masks that we make for the Chau dancers of Purulia. These masks are based on tradition which has been passed down through generations in our community. We have a geographical indication, Chau Masks of Purulia, which protects the use of the name.

However:

1. Some masks are sold as Chau Masks of Purulia, but are not made by us.
2. Some of our mask makers do not get paid fairly.

What we would like:

1. We would like to keep making Chau masks.
2. We would like people to respect our Chau mask-making heritage.
3. We would like people to understand the meaning of Chau characters we depict in the masks.
4. We would like to be paid fairly for our masks.
5. We would like to have a share of benefits from commercial use of our work by others.
6. We would like to be treated with respect.

People who sell and exhibit Chau masks can help us by:

1. Treating us with respect
2. Respecting the heritage of Chau mask-makers
3. Telling people where the masks come from
4. Telling people about the meaning and value of our art as part of our cultural heritage
5. Not copying or allowing copying of our masks unless we give permission to do so
6. Understanding, respecting and explaining to others the use of the Geographical Indication on our products.

People who do research, report for the media, organise events or make films and television programmes involving Chau masks can help us by:

1. Treating us with respect
2. Respecting the heritage of Chau mask makers
3. Telling people about the meaning and value of our Chau mask-making heritage
4. Consulting and involving us in projects about our lives and work
5. Paying us fairly for our work
6. Acknowledging our contributions when our masks are used in Puja Pandals and in and on other works in public places
7. Attributing us and acknowledging our contributions in books, films, and other products they create.

ছৌ মুখোশ আর্ট কোড

পুরুলিয়ার চড়িদার ছৌ মুখোশ শিল্পীরা ভারত এবং বিদেশে তাদের মুখোশের জন্য বিখ্যাত, আমরা এই মুখোশ বানাই পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যশিল্পীদের জন্য। এই শিল্প ঐতিহ্যনির্ভর যা বংশ পরম্পরায় আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। আমাদের একটি ভৌগোলিক চিহ্ন (জি আই) রয়েছে, যার মাধ্যমে পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ এই নামের ব্যবহার সংরক্ষিত হয়।

যদিও ঃ

১. পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ বলে কিছু মুখোশ বিক্রি হয় যা আমাদের বানানো নয়।
২. আমাদের কিছু মুখোশ শিল্পী উপযুক্ত দাম পান না।

আমরা যা চাই ঃ

১. আমরা ছৌ মুখোশ তৈরির কাজ চালিয়ে যেতে চাই।
২. আমরা চাই মানুষ আমাদের ছৌ ঐতিহ্যকে সম্মান জানাক।
৩. আমরা চাই মুখোশে আমরা ছৌ নাচের যে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলি মানুষ তার অর্থ বুঝুক।
৪. আমরা আমাদের তৈরি মুখোশের উপযুক্ত দাম পেতে চাই।
৫. আমরা আমাদের কাজের বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে পাওয়া লাভের ভাগ পেতে চাই।
৬. আমরা সম্মানজনক ব্যবহার পেতে চাই।

যাঁরা ছৌ মুখোশ বিক্রি ও প্রদর্শনী করেন তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে পারেন ঃ

১. আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করে
২. ছৌ ঐতিহ্যকে সম্মান করে
৩. ছৌ মুখোশ কোথায় তৈরি হয় মানুষকে তা জানিয়ে
৪. আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তাৎপর্য ও গুরুত্ব মানুষকে জানিয়ে
৫. বিনা অনুমতিতে আমাদের কাজের নকল না করে ও তা করার অনুমতি না দিয়ে
৬. আমাদের পণ্যে জি আই চিহ্ন ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝে, সম্মান করে এবং অন্যদেরকে তা বুঝিয়ে।

ছৌ মুখোশ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, সংবাদ পরিবেশন করেন এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ ও টিভি অনুষ্ঠান করেন তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে পারেন ঃ

১. আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করে
২. ছৌ ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে
৩. ছৌ ঐতিহ্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য মানুষের কাছে তুলে ধরে
৪. আমাদের জীবন ও কাজ সংক্রান্ত প্রকল্পে আমাদের পরামর্শ নিয়ে ও যুক্ত করে
৫. আমাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে
৬. পুজো প্যান্ডেলে এবং অন্যান্য প্রকল্পে আমাদের কাজের স্বীকৃতি দিয়ে
৭. বই, চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য পণ্যে আমাদের কাজের গুণমানের স্বীকৃতি দান ও প্রশংসা করে।

Annex: Foundational principles

These have been adapted from the UNESCO Intangible Heritage Convention's Ethical Principles (2015)

1. Intangible cultural heritage is practised and transmitted in accordance with the principles of human rights, respect for the environment and mutual respect between people.
2. Communities (including groups and, where applicable, individuals) decide what their intangible cultural heritage is, and its meaning and value.
3. Communities play the main role in safeguarding their own intangible cultural heritage, and should be supported appropriately in doing so.
4. Mutual respect for communities and their intangible cultural heritage should guide all activities for intangible cultural heritage safeguarding.
5. Safeguarding activities should be undertaken with the participation, and free, prior and informed consent of the communities concerned.
6. Communities should be involved through collaboration, dialogue, negotiation and consultation in safeguarding their intangible cultural heritage.
7. Community requirements for secrecy and privacy in regard to their intangible cultural heritage should be respected.
8. Communities should have continued access to the instruments, objects, artefacts, cultural and natural spaces and places of memory they need for expressing their intangible cultural heritage.
9. Communities should be recognised and attributed appropriately for works based on their intangible cultural heritage, and protected from decontextualization, commodification and misrepresentation, according to their needs.
10. Communities should benefit from the moral and material interests resulting from their intangible cultural heritage, including when it is used and adapted by members of the communities or others.
11. Communities should be able to share fairly in the benefits from safeguarding, practising and transmitting their intangible cultural heritage.

ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার নৈতিক ভিত্তি সংক্রান্ত বুনিয়াদী নীতি

এটি ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল হেরিটেজ কনভেনশনের নৈতিক নীতি (২০১৫) অনুসারে তৈরি হয়েছে।

১. ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলির অনুশীলন ও সম্প্রচার হয় মানবাধিকার, পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতি মেনে।

২. জনসম্প্রদায় (গোষ্ঠী এবং, যেখানে প্রযোজ্য, ব্যক্তি সহ) তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি কী, এবং তার মর্ম ও মূল্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

৩. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে জনসম্প্রদায় মূল ভূমিকা নেবে এবং তা করতে তাদের উপযুক্তভাবে সাহায্য করা উচিত।

৪. জনসম্প্রদায়গুলি ও তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রতি পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে ঐতিহ্যের সুরক্ষা করতে হবে।

৫. এগুলি রক্ষা করার কাজ হওয়া উচিত অংশগ্রহণমূলক, খোলামেলা এবং আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট জনসম্প্রদায়গুলির সম্মতি নিয়ে।

৬. ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে সুরক্ষার কাজে জনসম্প্রদায়গুলির সহযোগিতা, সংলাপ, আলোচনা ও পরামর্শের মধ্যে দিয়ে এগোনো উচিত।

৭. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে নিয়ে কাজ করার সময় সেগুলির গোপনীয়তা ও সূক্ষ্মতা বজায় রেখেই জনসম্প্রদায়কে এগোতে হবে।

৮. নিজেদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিকে তুলে ধরার জন্য জনসম্প্রদায়কে নিয়মিতভাবে কাজের উপকরণ বা সরঞ্জাম, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত।

৯. জনসম্প্রদায়গুলিকে তাদের পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গুণের ভিত্তিতে উপযুক্তভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং তাকে অপ্রাসঙ্গিক, বাজারসর্বস্ব করে তোলা, ভুলভাবে উপস্থাপিত করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া উচিত।

১০. নৈতিক ও বস্তুগত স্বার্থেই জনসম্প্রদায়গুলির তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলি থেকে উপকৃত হওয়া উচিত, বিশেষ করে যখন তা সেই সম্প্রদায়ের মানুষ ও অন্যান্যরা ব্যবহার করে বা তাঁদের জীবনের অঙ্গ করে নেয়।

১১. নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলি সুরক্ষিত করা, ব্যবহার করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জনসম্প্রদায়গুলি উপকৃত হলে সেটা তাদের সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া উচিত।

This Art Code is developed in the HIPAMS research project by Coventry University and Contact Base (banglanatak dot com) funded by the British Academy's Sustainable Development Programme, supported under the UK Government's Global Challenges Research Fund 2018-2021.

www.hipamsindia.org

www.puruliachau.com

Coventry University

The British Academy

banglanatak.com